# মেডিসিন ও ফিজিওলজীতে তিন জন নোবেল বিজয়ী

সাব্বির রহমান খান, সুইডেন থেকে

হারাল্ড জুর হাউসেন, ফ্রাঙ্কোইস বারে-সিনৌসি ও লুক মন্টাগনিয়ের

২০০৮ সালে মেডিসিন ও ফিজিওলজীতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য এবং অভূতপূর্ব্ব আবিস্কারের জন্য হারাল্ড জুর হাউসেনকে অর্ধেক এবং ফ্রাঙ্কোইস বারে-সিনৌসি ও লুক মন্টাগনিয়েরকে বাকী অর্ধেক পুরস্কারে ভূষীত করার ঘোষনা দেয়া হয় গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১১টায় সুইডেনের ক্যারোলিন্সকা ইন্সটিটিউটের নোবেল কমিটি। জার্মানীর হাউসেন উদঘাটন করেছেন এক ভাইরাস যার কারনে গর্ভাশয়ে বা গর্ভাশয়ের মুখ আক্রান্ত হয় ভয়ংকর ক্যান্সার রোগে এবং ফ্রান্সের ফ্রাঙ্কোইস ও মন্টাগনিয়ের আবিস্কার করেন সেই ভয়ংকার ভাইরাস যার কারনে মানবদেহে হয় এইডস রোগ।

১৯৮০ সালে হারাল্ড জুর হাউসেন প্রথম উদঘাটন করেন পাপিলোম ভাইরাস (papillomvirus)। তিনি প্রমান করতে সক্ষম হন যে, গর্ভাশয়ে যে ক্যান্সার হয়, তার জন্য মূলতঃ দায়ী এই পাপিলোম নামের ভাইরাসটি। জানা মতে, একশর অধিক সংখ্যক পাপিলোম ভাইরাসের অস্তিতের কথা জানা থাকলেও, মূলতঃ মাত্র দুইটির কারনে গর্ভাশয়ে ক্যান্সার হয়। তাদের নাম হচ্ছে এইচপিভি ১৬ (HPV-18) এবং এইচপিভি ১৮ (HPV-18)। তার এই আবিস্কারের ফলে গর্ভাশয়-ক্যান্সার প্রতিরোধে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে একাধীক ধরনের ভ্যাকসিন বা ঔষধ যা বর্তমানে গর্ভাশয়-ক্যান্সার রোগীদের উপর বিশেষ করে অল্পবয়স্ক মহিলাদের দেহে সফল প্রয়োগ করা হচ্ছে। আবিস্কৃত ভ্যাকসিনগুলো বর্তমানে ৯৫%-এর অধিক হারে নিশ্চয়তা দিচ্ছে এই রোগের ক্রমোর্বধমান সংক্রামনের। যার জন্য গর্ভাশয়-ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের উপর অস্ত্রপাচারের হারও কমে এসেছে প্রায় শূন্যের কোঠায়।

হারাল্ড জুর হাউসেন সনাতনী সব ধারনা এবং থিওরীগুলোর সম্পূর্ন বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে দাবি করেন যে, গর্ভাশয়-ক্যান্সারের কারন হচ্ছে একমাত্র অজ্ঞাত কিছু পাপিলোম-ভাইরাস। এই দাবির পরে অনেক বছরের অক্লান্ত ও একনিষ্ঠ গবেষনার মাধ্যমে তিনি ১৯৮৩ সালে তার আবিস্কৃত এইচপিভি ভাইরাসের অস্তিত্বের প্রমান তিনি দেখাতে সক্ষম হন, যার কারনে মূলতঃ দেখা দেয় মানবদেহের এই মরনব্যাধী গর্ভাশয়-ক্যান্সার। তার এই আবিস্কার প্রমান সাপেক্ষে অনুমোদন দেয়ার পরে বর্তমানে সম্ভব হচ্ছে প্রতিশোধনের নতুন নতুন পদ্ধতি আবিস্কারের।

ফ্রাঙ্কোইস বারে-সিনৌসি ও লুক মন্টাগনিয়ের আবিস্কার করেন মানবদেহে হিউম্যান ইমূনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (human immunodeficiency virus) বা যাকে সবাই সংক্ষেপে HIV-virus নামেও চেনে। এই ভয়ংকর অপ্রতিরোধ্য ভাইরাসের কারনেই মানবদেহ আক্রান্ত হয় মরনব্যাধী এইডস-এ। এই আবিস্কারের ফলে লক্ষন দেখে ভাইরাসনির্নিয় প্রনালী হয়েছে অনেক সহজ এবং এই ভাইরাসের মানবদেহে অধীক হারে বা পর্যায়ক্রমিকভাবে বিস্তার রোধে ঔষধ আবিস্কারের কাজ সহজ হয়েছে। "এই ভাইরাসের চিহ্নিতকরনই ছিল HIV-virus-এর প্রতিরোধক ঔষধ আবিস্কারের পূর্ব্বশর্ত। যা এখন সম্ভব হয়েছে এবং এইডস রোগে আক্রান্ত রোগীদের মৃত্যুর হারও কমেছে বেশ নাটকীয় ভাবে" – বলে মন্তব্য করেন সুইডেনের ক্যারোলিন্সকা নোবেল কমিটি। ১৯৮৪ সালে এই বিজ্ঞানীদ্বয় প্রথম প্রমান করে দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, মানবদেহে এই ভাইরাসের সংক্রমিত হয় মূলতঃ যৌনসংসর্গে, মানবদেহে ব্লাড-ট্রান্সমিশন এবং মায়ের দেহ থেকে সরাসরি সংক্রামিত নবজন্মার দেহে। এই পর্যন্ত বিশ্বে প্রায় ৬০ মিলিয়ন মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এবং ২৫ মিলিয়নের অধিক মানুষ এইডস রোগে মারা গিয়েছে। ফ্রাঙ্কোইস বারে-সিনৌসি ও লুক মন্টাগনিয়-র এই আবিস্কার না হলে মৃত্যুর সংখ্যা হত অকল্পনীয়।

# পদার্থে নোবেল পেলেন দুই জাপানী ও এক মার্কিনী

সাব্বির রহমান খান, সুইডেন থেকে

বা থেকে কোবায়াশী, মাশকাওয়া, নামবু

২০০৮ সালের পর্দাথ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন তিন জন বিজ্ঞানী, যারা খোঁজ করেছেন কোন পদার্থের সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকার উপাদানের প্রাথমিক কণা সমূহকে। পুরস্কারের প্রথম অর্ধাংশ পাবেন আমেরিকার শিকাগো ইউনিভার্সিটির ইউচিরো নামবু, যিনি আবিস্কার করেছেন কিভাবে বা কোন কার্য্যপ্রনালীর মাধ্যমে আভ্যন্তরিন রাসায়নীক প্রক্রিয়ায় সম্পুর্ন স্বইচ্ছায় বা স্বতঃস্ফুর্তভাবে এবং বাইরের কোন হস্তক্ষেপ ছাড়াই একটা উপাদানের প্রথমিক পর্যায়ের কনা সমূহের স্বরূপ বা আকার পরিবর্তন ঘটে। পুরস্কারের দ্বিতীয় অর্ধাংশ যৌথভাবে পাবেন জাপানের মাকোতো কাবায়াশী এবং তোশিহিদে মাসকাওয়া। তারা দুজন আবিস্কার করেছেন, কোন একটা উপাদান যে কার্য্যপ্রনালীর মাধ্যমে আভ্যন্তরিন রাসায়নীক প্রক্রিয়ায় সম্পুর্ন স্বইচ্ছায় বা স্বতঃস্ফুর্তভাবে তার প্রথমিক কনা সমূহের স্বরূপ বা আকার পরিবর্তন ঘটানোর ঠিক পূর্ব্ব মূহুর্তে যে রূপে বা অবস্থানে থাকে, সেই অবস্থান বা রূপ নির্নয়ে বিজ্ঞানীদ্বয় সক্ষম হয়েছেন এবং উপাদানের প্রাথমিক কনাসমূহের স্বরূপ বা আকার পরিবর্তনের ঠিক পূর্ব্বাবস্থা পর্য্যালোচনা করে তারা প্রমান করতে সক্ষম হয়েছেন যে, প্রকৃতিতে বিরাজমান প্রথমিক কনাসমূহ অবশ্যই তিনটি ভাগে বিভক্ত বা তিন ধরনের।

১৯৬০ সালে প্রথম ইউচিরো নামবু আভ্যন্তরিন প্রক্রিয়ায় উপাদানের স্বরূপ পরিবর্তনের থিওরিকে গানিতিকভাবে সূত্রবদ্ধ করেছিলেন। এই স্বরূপ পরিবর্তনের বলয়ে মূলতঃ উপাদানগুলো প্রকৃতির নিজস্ব সুবিন্যস্ততাকে লুকিয়ে রাখে। বাইরে থেকে শুধু দেখা যায়, ওলট-পালট পরিবর্তিত কিছু ব্যাপার।

মাকোতো কাবায়াশী এবং তোশিহিদে মাসকাওয়ার আবিস্কার মূলতঃ ছিল একটা সারপ্রিজের মতো ১৯৬৪ সালে, যখন প্রকৃতি থেকে নেয়া অনুর উপাদানের উপর প্রথম গবেষনা চালানো হয়। কিন্তু এই বিজ্ঞানীদ্বয়ের গবেষনালব্ধ ফলাফল প্রাথমিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে ১৯৭২ সালে এবং ২০০৮ সালে এসে তারা প্রথম তাদের কাজের জন্য পুরস্কৃত হলেন।

# সাহিত্যে নোবেল পেলেন ফ্রান্সের শ্যঁ-মারি লে ক্লেজিও

সাব্বির রহমান খান, সুইডেন থেকে

অনেক তর্ক-বিতর্ক, বাদবিতন্ডতা, প্রাক-ধারনা, আশা-নিরাশার আর প্রতিক্ষার অবসান ঘটিয়ে শেষমেশ ঘোষিত হলো ২০০৮ সালের বহু প্রতিক্ষীত সাহিত্যে নোবেল বিজয়ীর নাম। ফ্রান্সের শ্যঁ-মারি লে ক্লেজিও জয় করলেন এবছরের নোবেল পুরস্কার। গতকাল বাংলাদেশী সময় বিকাল ৫টার সময় সুইডিশ একাডেমীর স্থায়ী সেক্রেটারী হোরাস এঙ্গদল এই বিজয়ীর নাম ঘোষনা করে বিজয়ীর স্বপক্ষে যৌক্তিতা প্রতিপাদন করতে গিয়ে তিনি বলেন, " কাব্যিক রোমাঞ্চ-সন্দি্সু এবং ইন্দ্রীয়তন্ত্রের পরমানন্দীক একজন লেখক তিনি, যিনি আধিপত্যবিস্তারকারী সভ্য দুনিয়ায় মনুষ্যজাতীর বাহ্যিক ও ভিতরের ভাঙ্গা-গড়ার অনুষন্ধানেরত একজন অনুসন্ধায়ী"।

ঔপন্যাসিক শ্যঁ-মারি লে ক্লেজিও জন্মগ্রহন করেছিলেন ফ্রান্সের নিস (Nice) শহরে ১৯৪০ সালের ১৩ এপ্রিল। তার পিতা ছিলেন একজন বৃটিশ এবং মা একজন ফ্রেঞ্চ। লা ক্লেঁজিও তার প্রথম উপন্যাস লিখেন যখন তার বয়স ২৩ বছর এবং তখনই তিনি অভিনন্দিত হয়েছিলেন সুধীসমাজে একজন প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক হিসেবে। কিন্তু তার ব্যাপক নাম-যশ ও পরিচিতি ঘটে মূলতঃ ১৯৮০ সালে 'ডেজার্ট' বা মরুভূমি নামের বইটি লেখার মাধ্যমে। সেই থেকে তিনি প্রায় ৪০টিরও অধিক বই লিখেছেন এবং তাকে এখন গন্য করা হয় ফ্রান্সের আধুনীককালের প্রথমসারীর অন্যতম একজন ঔপন্যাসিক হিসেবে। তার সর্ব্বশেষ যে বইটির জন্য তিনি পাঠকসমাজে সবচেয়ে বেশি আলোচিত, তাহচ্ছে পাঁচ বছর পূর্ব্বে লিখিত "রেভুঁলুঁশন" বইটি। বইটিকে মূলতঃ লেখকের জীবনী হিসেবেই বিবেচনা করা হয়, যদিও লেখার আঙ্গিকে বইটিকে একটা উপন্যাস ছাড়া আর কিছু ভাবার উপায় নাই। স্কুলজীবনে লে ক্লেজিও খুব একটা ভালো ছাত্র ছিলেন না। তার নিজের ভাষায়, "সাধারন মাপের" ছাত্র ছিলেন তিনি, তবে সাহিত্যে বরাবরই তিনি সবচেয়ে বেশি নম্বর পেতেন বলে তিনি জানান। মরুভূমি নামের বইটি যখন তিনি লিখছিলেন, তখন আলজেরিয়াতে যুদ্ধ চলছিল। সেই যুদ্ধে তার অনেক বন্ধুর মারা যাওয়ার কথা তিনি এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন ২০০৬ সালে। তিনি আরো বলেছিলেন, "সেই থেকে দেখছি আরববিদ্বেষী ভাব কিভাবে পাশ্চাত্যে ছড়ানো হচ্ছে এবং এখনো তা চলছে ঠিক একইভাবে। সাক্ষাতকারে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একটা দ্বীপে সমাধীস্থ হতেও ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

পুরস্কার ঘোষনার ঠিক ৫ মিনিট পূর্ব্বে শ্যঁ-মারি লে ক্লেজিওকে তার পুরস্কার লাভের খবর নোবেল কমিটি কতৃক জানানো হলে, তিনি একেবারে বিমূঢ়-স্তব্ধ হয়ে পড়েন বলে সুইডিশ একাডেমীর স্থায়ী সেক্রেটারী হোরাস এঙ্গদল জানান। লে ক্লেজিও তার প্রথম অনুভূতির কথা জানাতে গিয়ে বলেন, ঘটনাটা বিশাল এবং খুব ভারী। সাহিত্যে ফ্রান্স থেকে সর্ব্বশেষ নোবেল বিজয়ী হয়েছিলেন ক্লাউদে সিমন ১৯৮৫ সালে। সাহিত্যের পুরস্কারটি আবার ফ্রান্সে ফিরে যাওয়াতে পাঠক মহলে দেখা দিয়েছে সতঃস্ফূর্ত আলোড়ন। সুইডিশ টিভির সাথে এক সাক্ষাতকারে সুইডিশ একাডেমির সেক্রেটারী ফ্রান্সের দিক থেকে খুব একটা আলোড়ন শুনছেন না বলে জানান। সাহিত্যে নোবেল জয়ের জন্য লে ক্লেজিও পাবেন সুইডিশ ১০ মিলিওন ক্রনার বা প্রায় এক কোটি টাকা। ঠিক দুসপ্তাহ পরে বিজয়ীর হাতে এই পুরস্কারটি তুলে দেয়া হবে।

# নোবেল শান্তিপুরস্কার পেলেন ফিনল্যান্ডের মারতি আহতিসারী

সাব্বির রহমান খান, সুইডেন থেকে

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য ২০০৮ সালের নোবেল শান্তিপুরস্কারে ভূষিত হলেন ফিনল্যান্ডের সাবেক রাষ্ট্রপতি মারতি আহতিসারী। প্রথানুযায়ী গতকাল বাংলাদেশ সময় বিকাল ৩টার সময় নরওয়ের নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ড. ওলে ডানবোল্ট মিওঁস এই পুরস্কারটি ঘোষনা করেন। এই প্রথমবারের মতো ফিনল্যান্ডের কেউ নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন। চেয়ারম্যান মিওঁস নোবেল কমিটির এই ঘোষনার স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বলেন, "তিন দশকেরও অধিককাল ধরে একাধিক মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘাত এবং যুদ্ধবিরত করতে সফল প্রয়োগ করেছেন তার তাৎপর্যপূর্ন ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা"।

আহতিসারী বিশ্বে সবচেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ করেন তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, ইন্দোনেশিয়ার অ্যাচে (aceh) প্রদেশের সংঘাতময় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তার এক শান্তিপূর্ন সমাধানের পৌছানোর মাধ্যমে এবং তিনি কসোভোর স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারেও একজন গুরুত্বপূর্ন ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসাবে কাজ করেন। তার দীর্ঘ দূতিয়ালী জীবনে বিভিন্নস্থানে শান্তি স্থাপনে গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি প্যারিসে প্রদত্ত ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। এবছরের নোবেল শান্তিপুস্কারের জন্য ১৯৭ জনকে প্রাক-নির্ব্বাচন করা হলেও, সম্ভব্য বিজয়ীদের তালিকায় মারতি আহতিসারীসহ চীনের মানবধিকার কর্মী হুয়া জিয়া এবং গাও ঝিশেং এবং চেচনিয়ার লিদিয়া যুসুপোভার নাম বেশ জোরেশোরে শোনা গিয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ ২০০৬ সালে বাংলাদেশের ড. ইউনুস যখন শান্তিতে নোবেল পেয়েছিলেন, সে বছরই মূলতঃ মারতি আহতিসারীর নাম এক নাম্বারে শোনা গিয়েছিল এবং ঐ সময়ে তার নোবেল না পাওয়ার কারনে স্ক্যানডিনেভিয়া থেকে অনেক নেতিবাচক মন্তব্যও নরওয়ের নোবেল কমিটিকে হজম করতে হয়েছে।

আহতিসারী ১৯৩৭ সালে জন্মগ্রহন করেছিলেন এবং বড় হয়েছেন বর্তমান রাশিয়ার ভিবোর্গ শহরে। ১৯৬০ সালে তিনি সিডা-র (SIDA) হয়ে পাকিস্তানে কাজের মাধ্যমে জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পদার্পন করেন। ফিনল্যান্ড পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের বিভিন্ন পদে দীর্ঘদিনের দায়িত্ব পালন এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন ত্রান কার্যক্রমের দায়িত্ব পালনের পর, ১৯৭৩ সালে প্রথম বারের মত তাকে ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত হিসেবে তাঞ্জেনিয়ায় পাঠানো হয়। নামিবিয়াতে জাতীসংঘের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে তিনি খুব গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৭৭ সালে তাকে নামিবিয়াতে জাতিসংঘ কমিশনারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয় এবং তারই নেতৃত্ব ১৯৮৯ সাল থেকে পরাধীনতা থেকে নামিবিয়ার মূল স্বায়ত্ব শাসনের কাজ শুরু হয়। ১৯৯৩ সালে ফিনল্যান্ডের স্যোসিয়াল ডেমোক্র্যাটদের প্রার্থী হিসেবে প্রসিডেন্ট নির্ব্বাচন করতে সম্মত হন তিনি এবং ১৯৯৪ সালে তিনি ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির ব্যাপারে তার নিজের সরকারের আভ্যন্তরিন মতানৈক্যের কারনে তিনি ২০০০ সালে প্রেসিডেন্ট পদে পুনঃনির্ব্বাচন করা থেকে বিরত থাকেন। কয়েক বছর পূর্ব্বে তিনি গঠন করেন ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইনেসিয়েটিভ (সিএমআই) নামে একটা সংগঠন এবং তার এই সংগঠনই ২০০৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার অ্যাচে (aceh) প্রদেশে বিভিন্ন বিবাদমান গোষ্ঠির মধ্যে একটা শান্তিপূর্ন চুক্তিতে উপনীত হতে সফল হন। পরবর্তিতে জাতিসংঘের বিশেষ দূত হিসেবে কসোভোর ভবিষ্যত অবস্থান পর্যালোচনার জন্য তাকে সেখানে পাঠানো হয়। যার ফলশ্রুতিতে তিনিই হয়ে ওঠেন কসোভোর ভবিষ্যত স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নে এক গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তি।

মারতি আহতিসারি তার প্রথম অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে নরওয়ে টিভিকে বলেন, "আমি কৃতজ্ঞ এবং ইতিবাচক বিস্মিত"। আপনি কিভাবে এই পুরস্কারের ঘোষনাকে উদযাপন করবেন, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের জবাবে তিনি কিছুটা অভিমানের সুরে বলেন, "উদযাপনের প্রস্তুতি থাকলেও, ঘোষনা দিতে বেশ দেরি হয়ে গেল। তারপরও দেখি আজ সন্ধ্যায় কি করা যায়!"

---

# নোবেল স্মৃতি অর্থনীতিতে পুরস্কার বিজয়ী এক মার্কিনী

সাব্বির রহমান খান, সুইডেন থেকে

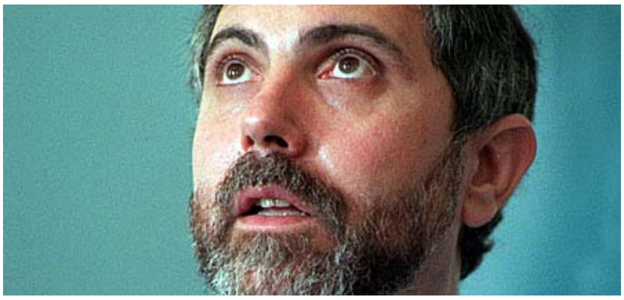

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পল ক্র্যাগম্যানকে দেয়া হল ২০০৮ সালের 'দ্য ব্যাংক অব সুইডেন' কতৃক প্রদত্ত "আলফ্রেড নোবেল স্মৃতি অর্থনীতি পুরস্কার"। ক্র্যাগম্যানকে তার বৈদেশীক বানিজ্য ও অর্থনীতির ভৌগলিক অবস্থানের (INTERNATIONAL TRADE AND ECONOMIC GEOGRAPHY) উপর বিশেষ গবেষনার জন্য নোবেল পুরস্কারের সমমানের এই পুরস্কারে ভূষিত করা হল। তিনি মূলতঃ বানিজ্যিক রীতি এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ভৌগলিক অবস্থানের উপর বিশ্লেষনধর্মী গবেষনার জন্য পুরস্কৃত হন।

পল ক্র্যাগম্যান প্রায় ত্রিশ বছর আগে একটা নতুন থিওরী বা তত্ব দাড় করাতে সর্মথ হয়েছিলেন যা বর্তমানে "নব্য বৈদেশীক বানিজ্য তত্ব" নামে পরিচিত। এই গবেষনায় তিনি অর্থনীতির সম্পূর্ন আলাদা দুইটি ক্ষেত্র, বৈদেশীক বানিজ্য ও অর্থনীতির ভৌগলিক অবস্থানকে একই রেখায় একিভূত করতে সর্মথ হয়েছিলেন। ক্র্যাগম্যান গবেষনার শুরুতেই ধরে নিয়েছেন যে, ব্যাপক পরিমানে উৎপাদিত অনেক পন্য এবং শ্রমবাজার উৎপাদন করতে খরচ লাগে অনেক কম। একই সময় সরবরাহকৃত পন্যের চাহিদাও হয় ক্রেতাদের কাছে ভিন্নতর। যার কারনে অল্প চাহিদার কোন স্থানীয় ছোট বাজারের পন্যের সরবরাহের জন্য স্থানীয়ভাবে চাহিদা মেটাতে সক্ষম ছোট উৎপাদনকারীর জায়গায় ভিড় করে বিশ্ববাজারের জন্য তৈরি বিশাল হারে উৎপাদিত পন্যসামগ্রী এবং সেখানে একই ধরনের পন্যের জন্য একই সাথে প্রতিযোগীতা করে ছোট এবং বড় উৎপাদনকারীরা।
পল ক্র্যাগম্যানের নতুন তত্ব পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে সর্মথ হয়েছে যে, কেন বিশ্ববাজার মূলতঃ দখলে থাকে অল্প কিছু দেশের কব্জায়, যাদের পারিপার্শিক অবস্থান এবং উৎপাদিত পন্যের গুনগত মান একই, যদিও বানিজ্যের প্রথাগত তত্বর সৃষ্টিই হয়েছে এই বলে যে, বিশ্বের কোন দেশই অন্য একটি দেশের মত না বা বিশ্বের দেশগুলো ভিন্নতর।

ক্র্যাগম্যান ১৯৫৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইওর্কে জন্মগ্রহন করেছিলেন। তিনি ১৯৭৭ সালে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন ক্যাম্ব্রীজের ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজী, আমেরিকা থেকে। তিনি ২০০০ সাল থেকে আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি এবং আর্ন্তজাতীক বানিজ্যে অধ্যাপনার কাজ করছেন। তিনি নিউ ইর্য়ক টাইমসের নিয়মিত কলাম লেখেক।
উল্লেখ্য, আলফ্রেড নোবেলের উইলে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার দেয়ার কোন কথা উল্লেখ নাই। এই পুরস্কারটি মূলতঃ নোবেলের স্মৃতিতে দেয় দ্য ব্যাংক অব সুইডেনের একটা পুরস্কার, যা নোবেলের অন্যান্য পুরস্কারের সাথে একই দিনে দেয়া হয় এবং এই পুরস্কারের প্রাইজমানিও অন্য পুরস্কারের সমমানের হওয়ায় সম্মামনার দিক দিয়ে অনেকটা নোবেল পুরস্কারের মতই।